তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

ভিকারুননিসায় দ্বিগুণ বেতন অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোয় বিক্ষোভ করেছেন অভিভাবকরা। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বেইলি রোডের ভিকারুননিসার প্রধান ক্যাম্পাসের সামনে এ বিক্ষোভ করেন অভিভাবকরা। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা স্কুলের সামনেই মিছিল করেন। তাঁদের ব্যানারে লেখা ছিল 'অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধি মানি না, মানব না'। কয়েকজন অভিভাবক প্রথমে ব্যানার নিয়ে স্কুলের সামনে দাঁড়ালে পরে অন্যরাও বিক্ষোভে যোগ দেন।

অভিভাবকদের দাবি, হঠাৎ করে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন প্রায় দ্বিগুণ নেওয়া শুরু করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনকি দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দ্বিগুণ হারে বেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনাও করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা। এর প্রতিবাদেই তাঁরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন।

রাশেদা খানম নামের একজন অভিভাবক বলেন, 'বাংলা মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে গত বছর যে বেতন ছিল, সেটা এ বছর দ্বিগুণ করা হয়েছে। আর ইংরেজি মাধ্যমের বেতন বেড়েছে প্রায় একই হারে। এ ছাড়া আগে প্রথম শ্রেণিতে যে ভর্তি ফি নেওয়া হতো তাও দ্বিগুণ হচ্ছে বলে শুনেছি।' মাকসুদ আলম নামের একজন অভিভাবক বলেন, 'সবাই তো সরকারি চাকরি করেন না। বেতন বেড়েছে শুধু সরকারি চাকুরেদের। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করেই শিক্ষার্থীদের বেতন দ্বিগুণ করে দিচ্ছে। ১০ শতাংশ বাড়ালেও একটা কথা ছিল। এর আগে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলেও এভাবেই দ্বিগুণ বেতন বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই স্কুলের কর্তৃপক্ষও দ্বিগুণ বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।'

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া অভিভাবকরা বলেন, 'এমপিওভুক্ত স্কুল। অনেক শিক্ষকই সরকারের কাছ থেকে বেতন পান। তার পরও বেতন ও ফি দ্বিগুণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবার পক্ষে তো এত টাকা দিয়ে এই স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অভিভাবকরা আমাকে বেতন না বাড়াতে যতটুকু চাপ দিচ্ছেন, শিক্ষকরা তাঁদের বেতন বাড়াতে দিচ্ছেন এর চেয়ে দ্বিগুণ চাপ। আমাদের মাত্র ৭ শতাংশ শিক্ষক এমপিওভুক্ত। তাঁদের যদি বেতন বাড়ে, বাকিদেরও বাড়াতে হবে। সরকার যেহেতু নতুন স্কেল দিয়েছে, বেতন না বাড়ালে চলাই যাবে না। আমরা প্রথম শ্রেণির বেতন বাড়িয়েছি। দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণির বেতন বাড়ানোর ব্যাপারেও আলোচনা চলছে। পরিচালনা কমিটি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।'

এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে হঠাৎ করে বেতন বাড়ানোয় শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, 'ভর্তি ফির ক্ষেত্রে নীতিমালায় বলা আছে। তাই সব স্কুল ভর্তি ফি বাড়ানোর আগে চিন্তা করে। কিন্তু কত বেতন হবে, সে বিষয়ে কোনো নীতিমালা নেই। আর একের পর এক স্কুল বেতন বাড়ালেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না।'